১১৫

ভোরের কাগজ

তারিখ JAN. 9 1999

পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৭

শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগ

বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত বন্ধ ঘোষণা

বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজের একজন শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রীদের যৌন হয়রানিও নিপীড়ন নিয়ে আলোড়নের পর কলেজটির সকল ক্লাস আগামী ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত সাসপেন্ড ঘোষণা করা এবং ছাত্রীদের হোস্টেল ত্যগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অধ্যক্ষ জানান, ১৪ জানুয়ারি থেকে স্বাভাবিকভাবেই রমজান ও ঈদের ছুটি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ছাত্রী ও শিক্ষকদের স্বল্প উপস্থিতি এবং 'বিশেষ পরিস্থিতিজনিত কারণে' কয়েকদিন আগেই কলেজ বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। এ কারণে যৌন হয়রানিসম্পর্কিত তদন্ত কমিটির রিপোর্টও নির্ধারিত ১২ জানুয়ারির' পরিবর্তে কলেজ খোলার কিছুদিন পর প্রকাশিত হবে।

বাংলাদেশ ছাত্র মৈত্রী, বাংলাদেশ ছাত্রলীগ (চু-ক), নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পরিষদ, জাতীয় আইনসহায়তা পরিষদ, নারী ফোরাম, মহিলা পরিষদসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ ও পবিত্রতা রক্ষায় জরুরি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়ে সব ধরনের যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের তীব্র নিন্দা ও দোষীদের কঠোর শাস্তি দাবি করেছেন। তারা মহিলা কলেজের যৌন হয়রানি তদন্ত কমিটিতে পুরুষ সদস্যের সঙ্গে অথবা পরিবর্তে মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্ত করারও দাবি জানান।

কলেজের হোস্টেল সুপার,' সহকারী সুপার, ইংরেজির শিক্ষকবৃন্দসহ অন্যান্য শিক্ষক-কর্মচারীরা তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও নাটক সাজানোর অভিযোগ সত্য নয় বলে উল্লেখ এবং এ জাতীয় তদন্তাধীন বিষয়ে কোনো মন্তব্য করার কথা অস্বীকার করেছেন। কোনো কোনো সংবাদপত্র ছাত্রীর হাত ধরে টানাটানি, একাকী দেখা করার প্রস্তাব, এমনকি সুড়সুড়ি দেওয়ার রগরগে কাহিনী প্রকাশ এবং প্রতিবাদী ছাত্রীদের 'জ্ঞানপাপী' হিসেবে অভিহিত করায় সচেতন অভিভাবক ও শিক্ষার্থীমহল বিস্ময় ও নিন্দা প্রকাশ করেছেন।

এদিকে অভিযুক্ত শিক্ষক সম্পর্কে আরো জানা গেছে যে, শহরের খ্রিস্টান গোরস্থান, সদর রোড ও নতুন বাজার এলাকায় বেশ কয়েকটি রেকটিফাইড স্পিরিট ও চোলাই মদের দোকানে তার নিয়মিত যাতায়াত ও পানাভ্যাস রয়েছে। নেশাগ্রস্থ অবস্থায় তাকে ক্যাম্পাসে আসতেও দেখা গেছে। চারিত্রিক কারণে তার পারিবারিক ক্ষেত্রেও অশান্তি চলছে।